PRINT

সমকাল

সন্ত্রাস রুখতে শপথ

বুয়েটে আন্দোলনের ইতি, বন্ধ থাকবে একাডেমিক কার্যক্রম

১২ ঘণ্টা আগে

সমকাল প্রতিবেদক

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস এবং সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার শপথের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীরা মাঠে আন্দোলনের সমাপ্তি টেনেছে গতকাল বুধবার। ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে আসছিল। গতকাল বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়।

তবে আবরার হত্যা মামলার চার্জশিটে যাদের নাম আসবে তাদের স্থায়ীভাবে বহিস্কার না করা পর্যন্ত ক্লাস পরীক্ষাসহ একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। শিক্ষার্থীরা একাডেমিক কাজে অংশ নেবে না।

শপথে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলামসহ বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হল প্রাধ্যক্ষ, বিভাগের চেয়ারপারসন, শিক্ষক ও ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা অংশগ্রহণ করেন। শপথ অনুষ্ঠানে আবরার ফাহাদ স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শপথবাক্য পাঠ করান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী রাফিয়া রিজওয়ানা।

শপথ পাঠ :এতে বলা হয়, 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ এ মুহূর্ত থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার কল্যাণ ও নিরাপত্তার নিমিত্তে আমার ওপর অর্পিত ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক, নৈতিক ও মানবিক সকল প্রকার দায়িত্ব সর্বোচ্চ সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় আমার জ্ঞাতসারে হওয়া প্রত্যেক অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমি সর্বদা সোচ্চার থাকব। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকার সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক অপশক্তির উত্থানকে আমরা সম্মিলিতভাবে রুখে দেব। নৈতিকতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সব ধরনের বৈষম্যমূলক অপসংস্কৃতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার আমরা সমূলে উৎপাটিত করব। এই আঙিনায় আর যেন কোনো নিষ্পাপ প্রাণ ঝরে না যায়, আর কোনো নিরপরাধ শিক্ষার্থী যেন অত্যাচারের শিকার না হয়, তা আমরা সবাই মিলে নিশ্চিত করব।'

বুয়েট উপাচার্য যা বললেন :আবরার হত্যার তদন্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন দাখিলের পর সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে অভিযুক্তদের বিষয়ে

সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলাম। গতকাল বুধবার দুপুরে শপথ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন দেওয়ার পর জড়িতদের স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে কি-না? এমন প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। কেননা এটা আমার একক সিদ্ধান্ত নয়। তদন্ত প্রতিবেদনের পর সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে জড়িতদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কাজে ফেরাতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেবে- এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মনোভাব বর্তমানে অনেক ইতিবাচক। এখন থেকে তদন্ত কমিটিতে শিক্ষার্থীদেরও ডাকা হবে। কারণ তাদের ছাড়া তদন্ত সম্ভব নয়। চার্জশিট দেওয়া হবে নভেম্বর মাসে। এতদিন আমাদের একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকলে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হবে। আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করব, এতদিন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ না রেখে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে যদি কিছু করা যায়, তাহলে আমরা করব। এখন থেকে তাদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ হবে। আশা করছি, তারা এ বিষয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মাহমুদুর রহমান সায়েম। তিনি বলেন, মাঠপর্যায়ের আন্দোলনে ইতি টানা হলেও আমরা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করব দাবি-দাওয়াগুলো প্রশাসন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে কি-না। এর পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা চার্জশিট দাখিলের পর সেটার ভিত্তিতে অপরাধীদের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হচ্ছে কি-না। দাবি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হলেই বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা একাডেমিক কার্যক্রমে অংশ নেবে।

গত ৬ অক্টোবর রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি বাংলাদেশ-ভারত চুক্তির বিষয়ে স্ট্যাটাস দেওয়ার জের ধরে আবরার ফাহাদকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা তাকে শিবিরকর্মী আখ্যা দিয়ে ছয় ঘণ্টা ধরে বেদম পেটায়। এর ফলে সে মারা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে ১০ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন করে। এই দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় এবং নিরাপত্তার কথা বলে আসন্ন ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবি জানায়।

পরবর্তীকালে গত শুক্রবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক সাইফুল ইসলামের সঙ্গে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বৈঠক হয়। সেখানে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের ১০ দফা দাবির বিষয়ে আশ্বস্ত করলেও ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নিয়ে দেখা দেয় দ্বিমত। বুয়েট প্রশাসন নির্ধারিত দিনেই পরীক্ষা নিতে চাইছিল। অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা চাইছিল তারিখটি পেছানো হোক। বৈঠক শেষে রাত পৌনে ১১টার দিকে বুয়েট শহীদ মিনারের পাদদেশে প্রেস ব্রিফিং করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অবস্থান জানায়। সেখানে তারা তাদের ১০ দফা দাবির মধ্যে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য পাঁচ দাবি মেনে নিলে পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে তারা প্রশাসনের সঙ্গে একমত হবে বলে ঘোষণা দেয়।

পরদিন তাদের পাঁচ দাবি মেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নোটিশ দিলে দুপুরে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা হতে না দেওয়ার দাবি থেকে সরে আসার ঘোষণা দেয় শিক্ষার্থীরা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তারা গত ১৩ ও ১৪ অক্টোবর এই দু'দিন আন্দোলন শিথিল রেখে ভর্তি পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়। গত সোমবার ভর্তি পরীক্ষা চলার সময় শিক্ষার্থীরা বিচারের দাবিতে ভর্তিচ্ছুদের অভিভাবকদের গণস্বাক্ষরও নেয়। পরদিন মঙ্গলবার বিকেলে তারা তাদের দাবি বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর তৎপরতায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে গতকাল বুধবার গণশপথের মাধ্যমে তাদের মাঠপর্যায়ের আন্দোলনে ইতি টানে।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com